দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 2 7 FEB 1988
পৃষ্ঠা 5 কলাম 3

001

শিক্ষাঙ্গন

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা ও সেশন জট

প্রাণী মাত্রই মেরুদণ্ডের উপর ভর করে দাঁড়ায়। যখনই মেরুদণ্ড বাঁকা হয়ে যায়; তখনই কোন প্রাণী আর সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। "শিক্ষাই জাতির মেরুদণ্ড"—তাই যে কোন কারণেই হোক মেরুদণ্ড যদি একবার বাঁকা হয়ে যায় তাহলে সে জাতি আর মাথা তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াতে পারে না। শিক্ষা জাতীয় জীবনের পরম সম্পদ। যে জাতি শিক্ষা-দীক্ষায় অনুন্নত সে জাতি কোন দিনই উন্নতি লাভ করতে পারে না। বর্তমান উন্নয়নশীল বিশ্বের প্রতিটি উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সাথে শিক্ষা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। এই শিক্ষার ফলশ্রুতিতে আজকে আমরা মানব সভ্যতার চরম শিখরে বসবাস করছি। পৃথিবীর অন্যান্য দেশগুলোর মতো তৃতীয় বিশ্বের একটি দরিদ্র ও উন্নয়নমুখী দেশ হিসেবে বাংলাদেশের জাতীয় জীবনে শিক্ষার ভূমিকা কোন অংশে কম নয়। কিন্তু যে শিক্ষার মূল্য এত বেশী, সে শিক্ষার বর্তমান পরিস্থিতি অত্যন্ত হতাশা ও দুঃখজনক। আজো বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৭৬ ভাগ অশিক্ষিত। শিক্ষার এই পরিসংখ্যান থেকে বিবেচনা করলে স্পষ্টতই বুঝা যায় বাঙ্গালী জাতির বর্তমান মেরুদণ্ড বাঁকা বই সোজা নয়।

শিক্ষা ক্ষেত্রে আমরা যতই স্বাবলম্বী হতে চেষ্টা করছি, দিন দিন যেন ততই পিছিয়ে পড়ছি। আমাদের এ ব্যর্থতার মূল কারণ হচ্ছে উপযুক্ত শিক্ষানীতি ও সুষ্ঠু পরিবেশের অভাব। বর্তমানে দেশের বড় বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর দিকে তাকালে আমাদের চোখে যা ধরা পড়ে, সেটা অবশ্যই সন্তোষজনক নয়। প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়সহ বড় ধরনের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো যেন এক একটা অস্ত্রের গোপন কারখানায় পরিণত হয়েছে। একটা কিছু হলেই অস্ত্রে ঝলকানিতে মুখর হয়ে উঠে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর। যার বিনিময়ে প্রাণ দিতে হচ্ছে কতগুলো উজ্জ্বল সম্ভাবনাময়ী নিরীহ ছাত্রের। কয়েক দফা ধরপাকড়ের মধ্য দিয়ে শান্ত হয় সন্ত্রাস সৃষ্টিকারী মাতালদের মাতলামি।

ছাত্র নামধারী যেসব ভাড়াটে মাস্তানরা শিক্ষাঙ্গনে প্রবেশ করে সন্ত্রাসের বিষ বাষ্প ছড়ানোর মাধ্যমে পবিত্র শিক্ষাঙ্গনকে করে কলুষিত। ফলে ব্যাহত হয় উচ্চ শিক্ষার গতি পথ। এসব সন্ত্রাসের জের হিসেবে আবার কখনো বিশ্ববিদ্যালয় অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ করে দেয়া হয়। এ ধরনের ঘটনা এখন আর নতুন কিছু নয়। দিন দিন এটা একটা গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু কোন সহৃদয়বান ব্যক্তি একটিবারের জন্য ভেবে দেখেছেন কি? এই অনির্দিষ্টকালের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেয়া হয়, এতে করে কত মেধাবী ছাত্রের জীবন অনিশ্চিয়তার দিকে এগিয়ে যায়?

চরম প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে দেশের মেধাবী ছাত্ররা ভর্তি হয় বিশ্ববিদ্যালয়ে। পিতামাতার অনেক আশা ভরসা কাঁধে নিয়ে ওরা আসে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে; উচ্চশিক্ষা গ্রহণ করে ভালো একটা কর্ম জুটানোর প্রত্যাশায়। কিন্তু বর্তমান শিক্ষা পরিবেশের কারণে তার সে আশা পূরণ শুধু বিলম্বিতই হয়।

নিজের অভিজ্ঞতা থেকেই বলতে চাই, ১৯৮৬ সনে অনুষ্ঠিতব্য এইচ, এস, সি পরীক্ষায় কৃতিত্বে সাথে উত্তীর্ণ হয়ে চরম প্রতিযোগিতা ও প্রতিদ্বন্দ্বিতার মধ্য দিয়ে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে, কৃষি অর্থনীতি অনুষদে প্রথম বর্ষ স্নাতক (সম্মান) শ্রেণীতে ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষা বর্ষের ছাত্র হিসেবে ভর্তি হয়েছি। ১৯৮৬-৮৭ শিক্ষাবর্ষ পেরিয়ে ১৯৮৭-৮৮ শিক্ষাবর্ষেরও বেশ কয়েকটা মাস কেটে গেল। অত্যন্ত দুঃখের হলেও একথা বাস্তব এবং সত্য যে, অদ্যাবধি একটি ক্লাস করার সুযোগও ঘটেনি আমাদের ভাগ্যে। ক্লাস শুরু করার কোন তাগিদ কর্তৃপক্ষ অনুভব করেন কিনা জানি না। জানি না যাদের জীবন থেকে মূল্যবান সময়গুলো বিনা নোটিশে বেকসুর পার হয়ে যাচ্ছে তাদের মানসিকতার কথা কর্তৃপক্ষ ভাবছেন কিনা।

পৃথিবী এগিয়ে চলছে তার আপন গতিতে। সাথে সাথে আমাদের জীব থেকে খসে পড়ছে কতগুলো মূল্যবা সময়। যার ফলশ্রুতিতে চার বছরে অনার্স কোর্সে লেগে যাঁ সসাত-আটি বছর। ফলে চাকরি বয়সসীমা যাচ্ছে কমে, অন্য দি চাকরিরও নেই কোন নিশ্চয়তা। তা পরেও যদি কর্তৃপক্ষের এই নীরবা অব্যাহত থাকে তাহলে আমাদে মতো মধ্যবিত্ত, নিম্নমধ্যবিত্ত সংসারে সন্তান এ সকল ছাত্রের ভবিষ্য কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে?

১৯৮৫-৮৬ শিক্ষা বর্ষের স্নাত (সম্মান), প্রথম পর্বের ফাইনা পরীক্ষা এখনো শুরু হয়নি। মাঝখা আমরা পড়ে আছি। আবার আমাদে উত্তরসূরীদের আগমনের পাঁয়তা চলছে। কাজেই সেশন জট নিরসনে জন্য আমরা যতই হাঁক-ডাক ছাড়ি কেন, ঘটনা যা ঘটার তা ঘটছে শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরি আনার ব্যাপারে একা সরকারে হস্তক্ষেপই যথেষ্ট নয়। পাশাপা ছাত্র-শিক্ষক, অভিভাবকসহ দেশে সকল সচেতন মহলকে এগি আসতে হবে। সেশন জটের প্র বিশেষ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আমাদে ক্লাস শুরুসহ সকল কার্যকরী পদক্ষে গ্রহণ করতে হবে। কর্তৃপক্ষে কার্যকরী পদক্ষেপের মাধ্য শিক্ষাঙ্গনে সুষ্ঠু পরিবেশ ফিরে আসু এটা আমাদের মতো ভুক্তভোগী সকল অভিজ্ঞ মহলের একান্ত কামন

—মজিবুর রহমান সরক